Savings Ensure Future Economy for you and your Next Generation

You can invest in any of our saving schemes. If you invest here you will be benefited & the country also will be benefited. Please contact with our nearest Sanchaya Bureau, Bank & Post Offices for information & service

National Saving Schemes

(i) 5-year Bangladesh Sanchayapatra: 12% (on maturity), which is auto renewable for another one term.

(ii) 3-Months Profit basis Sanchayapatra (duration 3 years): 11.5% (on maturity) .

(iii) Pensioner Sanchayapatra (duration 5 years): 12.5% (on maturity).

(iv) 3-year National Investment Bond: 8.5%.

(v) Wage Earner Development Bond: (duration 5 years): 12% (compound).

(vi) Bangladesh Prize Bond: Draw takes place after every three months: 1st Prize is of tune Six Lac Taka & other different handsome prizes.

(vii) Post Office Savings Bank:

a. Ordinary Accounts: Rate of Profit: 7.50%

b. Fixed Deposit Accounts (duration 3 years): 12% which is auto renewable for another one term.

(viii) Postal Life Insurance (premium is Low But Bonus is high).

(ix) US Dollar Premium Bond: (duration 3 years): 7.50% (on maturity).

(x) US Dollar Investment Bond (duration 3 years): 6.5% (on maturity).

Directorate of National Savings

DFP-48-25/3/08
G-16

On the Occasion of Independence Day And National Day

Our National Commitment :

- Both Male and Female Children are Gift of God, Treat them Equally.
- Stop Violence Against Women.
- Domestic Violence is a Crime and Violation of Human Rights.
- Child Marriage is a Punishable Offence, Ensure Implementation of Child Marriage Act.
- Marriage and Birth Registration Ensures Social Security, Encourage these.
- Ensure Nutritious and Balanced Diet for Pregnant Mothers.
- Men as Partners in Maternal Health.
- Build Social Movement Against Teasing of Girls.

Department of Women Affairs

DFP-53-25-3-08
G-13

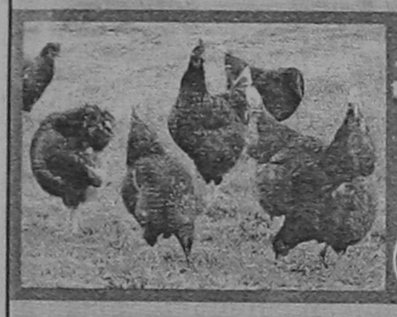

বার্ড ফ্লু
(এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা)

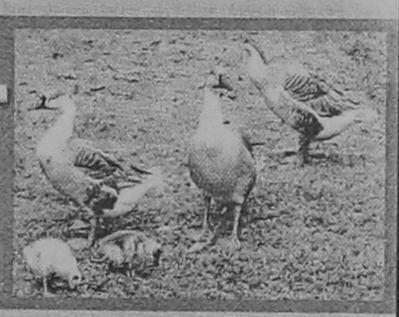

বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে জরুরী স্বাস্থ্য বার্তা

খালি হাতে অসুস্থ বা মৃত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি (কাক, কবুতর ইত্যাদি) ধরা-ছোঁয়া ও নাড়াচাড়া করা যাবে না।	অসুস্থ বা মৃত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি গভীর গর্ত করে মাটিতে পুতে ফেলুন। মৃত হাঁস-মুরগি অন্যান্য পাখি ডাস্টবিন বা নদীনালায় ফেলবেন না।
মৃত হাঁস-মুরগি এবং পাখি মাটিতে পুঁতে ফেলার সময় অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সম্ভব হলে মৃত হাঁস-মুরগি এবং পাখিকে ধরার জন্য গ্লাভস/মাসক ব্যবহার করতে হবে। গ্লাভস/মাসক না পাওয়া গেলে মোটা পলিথিন / শুকনা কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে।	যদি কোথাও হঠাৎ হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি মড়ক দেখা দেয় তবে সাথে সাথে নিকটস্থ পশু হাসপাতালে, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বা ওয়ার্ড কমিশনারকে জানাতে হবে।
রোগে আক্রান্ত হাঁস-মুরগি জবাই করা বা পালক ছাড়ানো অথবা নাড়াচাড়া করা যাবে না।	হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি ধরা-ছোঁয়া ও সেগুলো নিয়ে খেলা-ধূলা করা থেকে শিশুদেরকে বিরত রাখতে হবে।
হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখির কাছে যেতে হলে সব সময়ে কাপড় দিয়ে নাকমুখ ঢেকে নিতে হবে। হাঁস-মুরগি নাড়াচাড়া করার পর হাত না ধুয়ে চোখ, নাক বা মুখে লাগানো যাবে না।	হাঁস-মুরগি, অন্যান্য পাখি বা ডিম নাড়াচাড়া করার পর সাবান, ছাই এবং পানি দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে পরিস্কার করে নিন।
ডিম ভালভাবে গুড়া সাবান পানি/সোডা দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। ডিম পুরোপুরি সিদ্ধ অথবা দু'পিঠ ভালো করে ভেজে খেতে হবে। অর্ধ সিদ্ধ মাংস বা ডিম খাওয়া যাবে না। হাঁস-মুরগির মাংস ভালোভাবে সিদ্ধ করে রান্না করতে হবে।	হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি ধরা–ছোয়ার পর যদি কেউ দুই সপ্তাহের মধ্যে সর্দি কাশিতে ভোগেন তাকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখির মল/বিষ্ঠা সার অথবা মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। হাঁস-মুরগি-কবুতর ইত্যাদি পাখির বিষ্ঠা মাটিতে পুঁতে ফেলুন।	প্রয়োজনে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে। রোগে আক্রান্ত বা মৃত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখির সংস্পর্শে আসার বিষয়টি চিকিৎসক/স্বাস্থ্যকর্মীকে জানাতে হবে।
বার্ড ফ্লু হাঁচি, কাশি ও থুথু ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়াতে পারে। যেখানে সেখানে কফ, থুথু ফেলবেন না। মুখ ঢেকে হাঁচি-কাশি দিন।	

মনে রাখবেন,
অতিথি পাখি ধরা খাওয়া নিষিদ্ধ ও আইনত: দন্ডনীয় অপরাধ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

DFP-51-25-3-08
G-12

সারাদেশে ৫ কোটি ভোটার নিবন্ধিত

দেশব্যাপী ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রনয়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে

প্রতি মাসে নিবন্ধিত হচ্ছেন ১ কোটি ভোটার

ভোটার নিবন্ধন কাজের মাইলফলকসমূহ

- ২০০৭ এর জুলে শ্রীপুরে পরীক্ষামূলক ছবিসহ ভোটার নিবন্ধন শুরু
- ২০০৭ এর অগাষ্টে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে নিবন্ধন শুরু
- ২০০৭ এর নভেম্বরে ১ কোটি ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন
- ২০০৭ এর ডিসেম্বরে ২ কোটি ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন
- ২০০৮ এর জানুয়ারীতে ৩ কোটি ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন
- ২০০৮ এর ফেব্রুয়ারীতে ৪ কোটি ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন

সম্ভাব্য ৮ কোটি ভোটারের অনুপাতে এ পর্যন্ত নিবন্ধনের অগ্রগতি

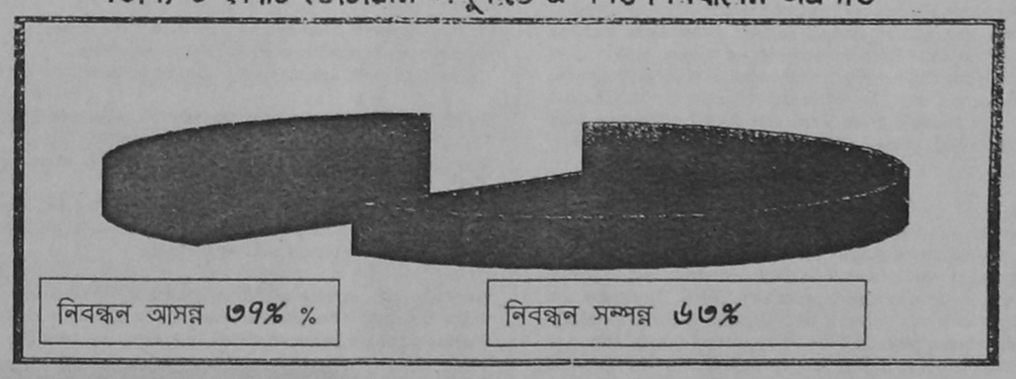

আপনার এলাকার ভোটার নিবন্ধন সময়সূচী সম্পর্কে খোঁজ রাখুন। ভোটার হোন।

ভোটার নিবন্ধন সংক্রান্ত যে কোন তথ্যের জন্য **'ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানে সহায়তা প্রদান'** প্রকল্পের ভোটার নিবন্ধন তথ্য কেন্দ্রে সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ৯১১৬৯৭১ এবং ০১৭৩০-০২৩৫৫৪ নাম্বারে ফোন করতে পারেন।

ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানে সহায়তা প্রদান প্রকল্প

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

DFP-47-25-3-08
G-09